যুগান্তর

16 APR 2003

বই উপহার দিবস

বাংলা নববর্ষ উদযাপন পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতি রুচির মধ্যে নূতন পরিচর্যা পাইয়া আজ নূতন রূপে স্নাত এবং উহা নগর জীবনে লোকজ স্বাদ লইয়া উপস্থিত। প্রিয়জনকে বিশেষ দিবসে পুস্তক উপহার দেওয়ার উদ্দীপ্ত প্রবণতাও লক্ষণীয়ভাবে পরিস্ফুট। এমন আবহে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া যোগ করিলেন এক নবতর মাত্রা। ২০০২ সালকে তিনি গ্রন্থবর্ষ, ২০০৩ সালকে গ্রন্থাগার বর্ষ ঘোষণা করিয়া জ্ঞানচর্চার গণপরিপ্রেক্ষিত রচনার সূচনা করিয়াছেন। গ্রন্থবর্ষ ও গ্রন্থাগার বর্ষের পর তিনি জাতীয় বই উপহার দিবস হিসাবে নববর্ষের প্রথম দিনটিকে শনাক্ত করিয়া বইয়ের মহিমাকে সমুন্নত করিয়াছেন। গত ৩০ চৈত্র ১৪০৯ সাল সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত দেশের বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী পহেলা বৈশাখে প্রিয়জনকে 'বই উপহার দিবস' হিসাবে উদযাপনের ঘোষণা দেন। অর্থাৎ গ্রন্থবর্ষ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থ উপহার দিবস মিলাইয়া তিনি যে ত্রিমাত্রিক সৃজনশীল ধারণার স্বরূপটি উন্মোচন করিলেন উহার পিছনে কাজ করিয়াছে তাহার অন্তরের তাগিদ। তাহার বক্তৃতায়ও সেই কথা অকপটে উঠিয়াছে। নিজস্ব পরিবার, পাড়া মহল্লায় পাঠাগার গড়িয়া তোলার প্রয়োজনীয়তার উপরেও তিনি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তিনি স্বামী-স্ত্রীকে, পুত্র-পুত্রীদের, স্বজন-প্রতিবেশীদের বই উপহার দিবার রীতি চালুর কথা বলেন। অনুষ্ঠানে প্রায় দুইশত জন কবি-লেখক-বুদ্ধিজীবী-প্রকাশক প্রধানমন্ত্রীকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাইয়া তাহাদের বই উপহার দেন। বেগম জিয়া সেই সকল বই দেশের পাঠাগারগুলিকে পাঠাইয়া দিবার কথা জানান।

এই দেশে, বিবাহসহ নানা পারিবারিক অনুষ্ঠানে, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় পুরস্কার হিসেবে বই উপহার দিবার প্রচলন ছিল। বিগত শতকের ষাটের দশকেও এই বইকেন্দ্রিক মননচর্চার যে আকাঙ্ক্ষা ও ধারা ছিল স্বাধীনতা-উত্তরকালে উহা ক্রমান্বয়ে বিলীন হইয়া যায়। আমরা জ্ঞানচর্চা অপেক্ষা ধন অর্জনে যেইরূপ ইঁদুর দৌড়ে শামিল হই তদ্রূপ মসি অপেক্ষা অসি বা পেশিশক্তি অর্জনই আমাদের কাম্য হইয়া উঠে। আজ এই দেশের বহু শিক্ষিত পরিবারের ড্রয়িংরুমে কারুকার্য খচিত তৈজস যেইভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সকল বাড়িতে এক-আধখানা সৃজনশীল সাহিত্যের পুস্তক মিলে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী অনেকের বাড়িতে পাঠ্যপুস্তকের বাহিরে জ্ঞান আহরণের কোন ব্যবস্থা কিংবা গল্প-উপন্যাসের কোন ছায়াও নাই। ইহার কি কারণ- তাহা বুঝিয়া বাহির করিতে পারিলে শিক্ষিতজনদের ড্রইংরুমে বইয়ের সন্ধান মিলিবে কিংবা গড়িয়া উঠিতে শুরু করিবে পারিবারিক লাইব্রেরি। আমরা ধারণা করি, আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পর অনার্স পর্যায়ে সাংস্কৃতিক বিষয়ক কোন পেপার অন্তর্ভুক্ত না থাকায় শিক্ষার্থীরা হারাইয়া ফেলে তাহাদের অঙ্কুরিত সাংস্কৃতিক বোধ সত্তা। সেই সত্তা কঠোর বিষয়ের চাপে তলাইয়া যায় বলিয়াই সাহিত্য বিষয়ে তাহারা যেমন আগ্রহ হারাইয়া ফেলে তেমনি জ্ঞান অন্বেষণকে সময়ের অপচয় কিংবা নিরর্থক বিবেচনা করে। ইহাতে সেই ব্যক্তি যে তাহার সংস্কৃতির আকরকেই অস্বীকার করিবার এক মরণ নেশায় মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সে সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে না। প্রধানমন্ত্রী সেই লুপ্ত হইতে বসা সুপ্ত চেতনার পুনর্জাগরণের ডাক দিয়াছেন, যাহাতে আমরা জ্ঞানার্জনকে পাশে সরাইয়া না রাখিয়া কেজো শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া 'মানব মেশিনে' পরিণত না হই। তাহার এই অগ্রণী চেতনার প্রকাশকে আমরা সাধুবাদ জানাই।